Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 230 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 230 - 237
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আশরাফ সিদ্দিকীর ‘লোক-সাহিত্য’ গ্রন্থে বর্ণিত ধাঁধা : দর্পনে প্রতিবিম্বিত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি

রাকেশ দেবনাথ
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
অদ্বৈতমল্ল বর্মন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
অমরপুর, গোমতী, ত্রিপুরা
Email ID : rakeshdebnathrbs1410@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Folklore, Riddles, Regional Language, Intelligence Tests, Creativity, Social Image.

Abstract

Folk culture is a reflection of the lives of common people. The customs, traditions, beliefs, and entire way of life of an indigenous community are integral components of folk culture. According to contemporary scholars, folk culture is now recognized as a distinct and independent discipline. In recent times, the academic study of folk culture has gained significant importance at the institutional level. Through the collection, compilation, and publication of the traditions of folk life and culture, this branch of cultural study has become richer. Discussions and reviews on various aspects of folk culture have expanded its scope and led to the emergence of different forums and categories. As a result, the study of folk culture in the Bengali language has enlightened people, and the practice of folk culture has reached a more advanced level.

Scholars from both the East and the West have categorized or classified folk culture. In his book BanglarLok-Sahitya (Folk Literature of Bengal), Professor Ashutosh Bhattacharya has mentioned several specific categories of folk literature, such as rhymes, songs, ballads, tales, riddles, proverbs, folk myths, and history. These categories have greatly enriched Bengali folk culture. Among the scholars of folk literature who have elevated the practice of cultural studies by collecting, compiling, and publishing these elements of folk culture, one of the most prominent figures is Dr. Ashraf Siddiqui (March 1, 1927 – March 19, 2020).

Dr. Ashraf Siddiqui’s book Lok-Sahitya (Folk Literature, Volume I & II) is one of the most important documents of Bengali folk literature. The introduction to this book was written by the renowned folk cultural scholar Dr. Muhammad Shahidullah. In the introduction, Dr.Shahidullah classified folk culture in to the following categories: Ballads, Folktales, Rhymes, Songs, Proverbs, Riddles, Folkmyths, Folkcustoms, Folkbeliefs, Games and sports, Food habits, Handicrafts.

Among these categories, this essay particularly discusses one of the main branches of folk culture: 'Riddles.'

Discussion

ধাঁধা গ্রাম বাংলার নিজস্ব সম্পদ ও একান্ত আপন ধন। পল্লী বাংলার সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবার মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যায় নানা ধরনের ধাঁধা। আবার শিশু ও কিশোরদের আনন্দের সামগ্রী ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতাবৃদ্ধি ও জ্ঞানানুশীলনের প্রকৃত পন্থা ও হল এই ধাঁধা। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা সন্ধ্যায় সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহ এলিয়ে ছেলে-মেয়ে কিংবা নাতি-নাতনিদের নিয়ে বারান্দায় বা উঠানে মাদুর বা শীতলপাটি বিছিয়ে হুকা টানতে টানতে বা শুয়ে বসে ধাঁধার আসর জমায়। কিংবা নাতি-নাতিনীরা ঠাকুমার কাছে ধাঁধা শুনতে চায়। ধাঁধার আসরে থাকে পল্লীর মাঠ-ঘাটে, আলো-বাতাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোন বস্তু। ধাঁধায় থাকে আশা ব্যঞ্জনার রহস্যজনক কথায় মারপ্যাঁচ। গ্রামের চলিত বা কথিত ভাষার মারপ্যাঁচ পড়ে এক এক অঞ্চলে একই ধাঁধা তার আদি রূপ হারিয়ে আঞ্চলিক রূপ নেয়। যুগ যুগ ধরে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা স্মৃতির কোঠায় আটকে রেখে ধাঁধাগুলোকে জীবন্ত ও চলমান রেখেছে। ধাঁধার আবেদন মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য। ধাঁধা একদিকে যেমন জ্ঞানের বিষয় আবার অন্যদিকে রসেরও সামগ্রী। বেশিরভাগ ধাঁধাতেই চমক বা তাক লাগানোর মত একটা রহস্য ময়তাথাকে।

বাংলা মৌখিক লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে লিপিবদ্ধ করার জন্য বাংলা লোকসাহিত্যে আশরাফ সিদ্দিকী বিশেষভাবে সমাদ্রিত। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, লেখক, ঔপন্যাসিক, শিশু সাহিত্যিক এবং অবশ্যই একজন বলিষ্ঠ লোকসংস্কৃতিবিদ। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' এবং ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'একুশে পদক' এ ভূষিত হন।

ধাঁধা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। ভূগর্ভস্থের বালিকণাটি থেকে শুরু করে সুদূর মহাকাশের ছোট্ট তারাটি পর্যন্ত ধাঁধার বিষয় হয়েছে। পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষ যেন নিজের সন্তানের শিক্ষার জন্য প্রতিদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে ধাঁধার মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে। ধাঁধা পল্লীর সাধারণ মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করে। এই ধাঁধাই হল পল্লীর অতি সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার উপায়। ধাঁধা গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণের মনে জীবন ও জগতকে জানার কৌতূহল সৃষ্টি করে। অনুমেয় সংস্কৃত 'পহেলিকা' শব্দটি থেকেই হেঁয়ালী বা ধাঁধার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ধাঁধার উৎসগত বিবরণ কে নিম্নুক্ত ভাবে দেখানো যেতে পারে—

সংস্কৃত : প্রহেলিকা > প্রহেলিআ> হেলিআ > হেলিঅ (বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে) > হেঁয়ালি

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধা বা হেঁয়ালি বহু জনপ্রিয় এবং নানা নামে, নানান ভাবে এর খুব ব্যবহার হয়ে থাকে। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধা যে নামে পরিচিত তা হল–

ত্রিপুরা— শোল্লক, শিলক, ভাঙানি।
চট্টগ্রাম— কিচ্ছা, দিস্তন, শোলক।
বাঁকুড়া— ফটোই।
মুর্শিদাবাদ— হেঁয়ালি।
কুচবিহার— চিলতা, চিরকাল।
ঝাড়গ্রাম— কউটো, হেঁয়ালি, ফলাই বা ফরই, কিচ্ছা।
উত্তরবঙ্গ— দস্তান, ছিল্কা, ছিকা-ছটকি, শিল্লক, নোলক।
পুরুলিয়া— রাতকথা, দাঁত কথা।

জনজীবনে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ধাঁধার গুরুত্ব অপরিসীম। ধাঁধার সঠিক বয়স নির্ধারণ করা না গেলেও ধাঁধা যে লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম উপকরণ সেকথা কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 230 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদগন তাঁদের নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ধাঁধার সংজ্ঞা দিয়েছেন। ধাঁধার সংজ্ঞায়. আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন—

> "কোন কোন লোকো বিজ্ঞানী ছড়াকে লোকসাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টি বলতে চান। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে ছড়া অপেক্ষা ধাঁধা বা হেঁয়ালীকেই প্রাচীন বলতে হয়। ধাঁধার সঙ্গে আদিম মানুষের বহু বিশ্বাস-সর্বপ্রাণ বাদ', পূর্বপুরুষের পূজা কোন দৈব দুর্বিপাক থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া ইত্যাদি দর্শন পাওয়া যায়।"[১]

বিগত একশো বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতিবিদরা ধাঁধা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা করেছেন। ফলে ধাঁধার রহস্য এখন প্রায় স্পষ্ট। আমরা নিম্নে আশরাফ সিদ্দিকীতাঁর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে ধাঁধার শ্রেণি বিভাগের তালিকাটি তুলে ধরতে পারি—

১. জীব-জন্তুর সঙ্গে তুলনা
২. পাখির সঙ্গে তুলনা
৩. জন্তুর সঙ্গে তুলনা
৪. একটি লোকের সঙ্গে তুলনা
৫. একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা
৬. গাছের সঙ্গে তুলনা
৭. কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা
৮. রঙ্গের সঙ্গে তুলনা
৯. কার্যাবলির সঙ্গে তুলনা
১০. দৈহিক গঠন কার্যের সঙ্গে তুলনা
১১. পরস্পর বৈপরীত্যের আর

এখন আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভাগ থেকে কয়েকটি করে ধাঁধার বিশ্লেষণ করতে পারি—

১. জীব-জন্তুর সঙ্গে তুলনা : যেই শ্রেণির ধাঁধাগুলির উত্তর জীবজন্তুর সঙ্গে তুলনীয় সেই সমস্ত ধাঁধাগুলি এই শ্রেণির অন্তর্গত। এখানে আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে থেকে এই শ্রেণিভুক্ত কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল—

"সকাল বেলায় চার পায়ে হাঁটে
দুপুর বেলায় দু'পায়ে হাঁটে
বিকাল বেলায় তিন পায়ে হাটে?"[২]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হবে 'মানুষ'। বলা বাহুল্য মানব জীবনের শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য এই তিনটি পর্যায়ই এই ধাঁধাটির কথাবস্তু। শৈশব বা ছোটবেলায় মানুষ অসহায় বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। তাই তাকে চার পায়ে হাঁটে বলা হয়েছে। মানুষ যখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছায় তখন সে স্বাবলম্বী, সে তখন দু'পায়ে হাটে। আবার বৃদ্ধ বয়সে বা বার্ধক্যে সে হয়ে পড়ে শক্তিহীন, তখন সে তিন পায়ে হাঁটে অর্থাৎ লাঠির সাহায্য নিতে হয়। ইংরেজিতে এই ধাঁধাটিকে 'ঈডিপাশ' ধাঁধা বলে উল্লেখ করা যায়। বিশ্বের সর্বত্র এরূপ ধাঁধার প্রচলন আছে। এই ধাঁধাটি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় প্রচলিত আছে। আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে পারি এই ধাঁধাটি আমাদের ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরারও প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত আছে।

"মুখ নাই কথা বলে
পা নাই হেঁটে চলে।"[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 230 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হল ঘড়ি। সময় খুব মূল্যবান। হাজার হাজার টাকা দিয়েও মানুষ সময় কিনতে পারে না। সময়ের জন্য প্রয়োজন ঘড়ি। ঘড়ি প্রত্যেক মানুষেরই খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। ঘড়ির কোন হাত মুখ পা নাক নেই। তারপরেও সে মানুষকে সময় সম্পর্কে সচেতন করে চলে।

২. পাখির সঙ্গে তুলনা : যে সমস্ত ধাঁধাগুলিকে যেকোনো পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়। সেই ধাঁধাগুলি এই শ্রেণির অন্তর্গত লোকসংস্কৃতিবিদ আশরাফ সিদ্দিকীর বক্ষমান গ্রন্থটি থেকে এই শ্রেণি ভুক্ত কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল—

"বেলে হাঁসে আন্ডা পাড়ে
কে কতটি গণতে পারে?"[৪]

ব্যাখ্যা : ধাঁধাটির উত্তর হল তারা। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর উপাদানটি ও ধাঁধার বিষয় হতে পারে। এই ধাঁধাটিতে বেলে হাঁসের ডিমের সাথে আকাশের তুলনা করা হয়েছে। বেলে হাঁস যদি বনো বা বন্য হয়, তাহলে বন্য হাঁস একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পারে। ডিম তারার সঙ্গে তুলনীয়। বেলেহাঁসের ডিম যেমন গুনে শেষ করা যায় না ঠিক তেমনি আকাশের তারাও গুনে শেষ করা যায় না। তাই বলা হয়েছে কে কতটি গুনতে পারে।

"এত গাছ টান দিলে বেদ গাছ নড়ে
কানা কুক্কায় ডাক দিলে সমুদ্র নড়ে।"[৫]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হল ভূমিকম্প। বেদ গাছ একটু নাড়া পড়লেই যেমন পুরু বেদ গাছের ঝাড়টাই নড়ে ওঠে। ঠিক তেমনি ভূমিকম্প হলেও ভূখণ্ড কেঁপে ওঠে। ভূমিকম্প হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে এই কম্পনের ফলে, ঘরবাড়ি সব ভেঙে গিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ভূমিকম্প হলে গ্রাম বাংলার চারিদিকে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি কাসা ঘন্টার আওয়াজ শোনা যায়। এর নৃতত্ত্ব হল সতর্কবার্তা। কানা কুক্কা এক ধরনের হিংস্র পাখি নির্জন দুপুরে কিংবা গভীর রাতে বুট বুট সুরে ডেকে উঠে মানুষের পিলে চমকদেয়। পাখিদের কাছে এরা ডাকাত পাখি নামে পরিচিত। এই পাখিগুলো বেদেদের একটি প্রিয় খাদ্য। এর পাখির ডাক শুনে মানুষ যেমন নির্জন দুপুরে কিংবা গভীর রাতে চমকে উঠে ভূমিকম্প হলেও মানুষ চমকে উঠে।

৩. জন্তুর সঙ্গে তুলনা : ধাঁধার এই বিশাল রাজ্যে যেই সমস্ত ধাঁধা গুলির উত্তর জন্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত সেই শ্রেণিভুক্ত ধাঁধা গুলিকেই বলা হয় জন্তুর সঙ্গে তুলনীয়। আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্যে এই শ্রেণিভুক্ত ধাঁধা গুলির দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল এই স্থানে—

"রাজার বাড়ির ঘুড়ি
এক বিয়েতেই বুড়ি।"[৬]

ব্যাখ্যা : এ ধাঁধাটির উত্তর হল কলা গাছ। কলাগাছ একবারই ফল দেয়, তারপর কেটে ফেলা হয় তাই বলা হয়েছে 'এক বিয়েতেই বুড়ি'। কলাগাছ নম্রতা, সরলতা ও মঙ্গলময়তার প্রতীক। কলাগাছ বাঙালির গৃহাঙ্গিনার একপাশে দাঁড়িয়ে তার সুবৃহৎ পত্র প্রচার দ্বারা কি অদৃশ্য রহস্যের বাণী নিত্য ঘোষণা করে চলেছে, তা বাংলার লোকসাহিত্যের ধাঁধার ভিতর এভাবে ধরা পড়েছে। কলাগাছ বাঙালির জীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে বাঙালির প্রায় প্রতি প্রাঙ্গনে দু'এক ঝাঁক কলাগাছ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কলা গাছের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূজা মন্ডপে ও বিবাহ বাসরে কলাগাছের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আবার 'কলাবৌ' কথাটির মধ্যেই এই সত্যতা নিয়ে আসে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা ও তার মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে কলার ভেলায় গাঙ্গুরের জলে ভেসে ছিল।

"বাড়িতে আছে কাঠের গাই
বছর বছর দুধ খাই।"[৭]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হবে খেজুর গাছ। খেজুর যেমন সুস্বাদু ফল। খেজুর গাছের রস ও সুস্বাদু। এই রস আহরণের জন্য গাছে মাটির ভাঁড় বাঁধা হয়। এই খেজুর গাছকেই 'কাঠের গাই' বলা হয়েছে। প্রতিবছরই রস সংগ্রহ করা যায় খেজুর গাছ থেকে তাই বলা হয়েছে 'বছর বছর দুধ খাই'। খেজুরের সুমিষ্ট রসকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গ্রাম বাংলার রাঙ্গামাটির রাস্তার ধারে ধারে শীতকালে খেজুর গাছে মাটির কলস বাঁধতে দেখা যায় রস আহরনের জন্য।

৪. একটি লোকের সঙ্গে তুলনা : এখানে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে এই শ্রেণিভুক্ত কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল—

"একটুখানি গাছে
রাঙাবোটি নাচে।"[৮]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হল মরিচ। বাঙালি গৃহস্থ বাড়ির ঘরের দাওয়ায়, কলের ধারে কোন না কোন জায়গায় একটি হলেও মরিচ গাছ থাকে। এই মরিচ বাংলা লোকসাহিত্যের ধাঁধায় এক অনন্য মাত্রায় ধরা পড়েছে। বাতাসে মরিচের দুলার সঙ্গে নতুন বউয়ের তুলনা করা হয়েছে। এখানে লালমরিচ উপমেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর রাঙ্গা বউকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে নৃত্যের চিত্র এসেছে সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে। রাঙ্গা বউ রূপবতী, নাচ-গান জানা গুনবতী। রাঙা, বউ, নাচ এই তিনটি অনুচর শব্দ। আমাদের সমাজে বিয়েতে রঙিন বস্ত্র-অলংকার ও অন্যান্য লাল দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। বিবাহের লাল রঙের ব্যবহার অধিক। যেমন- সিঁদুর, লাল পলার, আলতা, মেহেন্দী, শাড়ি ও অন্যান্য বস্ত্র লাল। ধাঁধাটির অন্তরালে এই বক্ষমান ভাবটিই লুকিয়ে রয়েছে।

"লাল বরণ ছয় চরণ প্যাট কাটিয়ে হাঁটে
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবে পণ্ডিতেরই ফাটে।"[৯]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধার উত্তর হল লাল পিঁপড়া। পিঁপড়ের শরীরের রং লাল তাই বলা হয়েছে 'লাল বরণ'। চরণ মানি পা, পিঁপড়ের ছয়টি পা থাকে, তাই বলা হয়েছে 'ছয় চরণ'। পিঁপড়ের শরীরের দুটি অংশ একটি অংশ অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। একটা মাথার অংশ আরেকটা পেটের অংশ, তাই বলা হয়েছে 'পেট কাটিলে হাঁটে'। এই ধাঁধাটি কথার মারপ্যাঁচে এমনই জটিল যে পণ্ডিত লোকের ও তা ভাঙ্গাতে অর্থাৎ উত্তর দিতে কষ্টসাধ্য হয়। তাই ধাঁধার প্রশ্ন কর্তা উত্তর দাতাকে মূর্খ বলে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে।

৫. একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা : আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্যে সংকলিত এই শ্রেণিবিভক্ত কয়েকটি ধাঁধা নিম্নে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করা হল—

"এক বৈরাগীর এগারো ছেলে
চার ছেলে তার কাতুর কুতুর
চার ছেলে তার ঘৃত্য-মধুর
দুই ছেলে তার সেগুন কাঠ
এক ছেলে তার পাগল নাথ।"[১০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য ধাঁধাটির উত্তর হল গাই। গাই গরুটিকে বৈরাগীর সঙ্গে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এগারো ছেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'চার ছেলে তার কাতুর কুতুর' অর্থাৎ গরুর চারটি পাকে বুঝানো হয়েছে। 'চার ছেলে তার ঘৃত্য-মধুর' অর্থাৎ গরুর চারটি দুধের বানের কথা বলা হয়েছে। 'দুই ছেলে তার সেগুন কাঠ' অর্থাৎ তার দুটি সিংহের কথা বলা হয়েছে। এক ছেলে তার পাগল নাথ' গরু তার লেজকে সারাক্ষণ কারণে-অকারণে নাড়তে থাকে। তাই গরুর লেজকে পাগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

"এক বুড়ি বারো ছেলে
কেউ উষ্ণ কেউ শীতল।

বারো ছেলের ঘরে তিনশত পঁয়ষট্টি ছেলে
কেউ খাটো কেউ লম্বা।"[১১]

ব্যাখ্যা : এ ধাঁধাটির উত্তর হল বৎসর। এক বছরের বারো মাস তাই রূপকের আশ্রয়ে গ্রাম্য কবি বলেছেন 'এক বুড়ির বারো ছেলে'। বারো মাসের মধ্যে ছয় ঋতু কোন ঋতুতে আবহাওয়া উষ্ণ আবার কোন ঋতুতে আবহাওয়া শীতল, তাই বলা হয়েছে 'কেউ উষ্ণ কেউ শীতল'। বারো মাসের তিনশত পঁয়ষট্টি দিন তাই বলা হয়েছে বারো ছেলের ঘরে তিনশত পঁয়ষট্টি ছেলে। বছরের বরো মাসের মধ্যে কোন মাস আটাশ দিনের, কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে হয়, কোন মাস ত্রিশ দিনে হয় আবার কোন কোন মাস একত্রিশ কিংবা বত্রিশ দিনেও হয় তাই বলা হয়েছে 'কেউ লম্বা' অর্থাৎ বেশি দিনের মাস, 'কেউ খাটো' অর্থাৎ কোন দিনের মাস। এই ধাঁধাটিতে বছরকে এক বুড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাই ধাঁধাটি এই শ্রেণিভুক্ত হয়েছে।

৬. গাছপালার সঙ্গে তুলনীয় : যে ধাঁধাকে গাছপালা সঙ্গে তুলনা করা হয় সেই ধাঁধাগুলি এই শ্রেণিভুক্ত বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত এই শ্রেণীর ধাঁধা গুলি দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করা হল—

"এক হাত লম্বা গাছটা
ফল ধরে পাঁচটা।"[১২]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হল মানুষের হাত ও হাতের পাঁচটি আঙ্গুল। হাতটিকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাংলা লোকসাহিত্যে মানুষের হাত-পা-না-মুখ এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে অনেক ধাঁধা রয়েছে এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের হাতের পাঁচটি আঙ্গুলগুলোর নাম হল- বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা। এই পাঁচটি আঙ্গুলকে পাঁচটি ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

"গাঙ্গের পারে মানিক গাছ মানিক ফল ধরে
একটা গোটা মুখে দিলে যষ্টি মধু ঝরে।"[১৩]

ব্যাখ্যা : এ ধাঁধাটির উত্তর ডালিম। ডালিমের ভেতরের দানাগুলি খুবই সুস্বাদ। এই ডালিমের ডানাকে যষ্টিমধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লোকসাহিত্যে ডালিম, তরমুজ, পানিফল, নারকেল এই সমস্ত ফল নিয়ে অনেক ধাঁধা রয়েছে।

৭. কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা : ধাঁধার রাজ্যের যে সমস্ত ধাঁধাগুলিকে যে কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয় সে ধাঁধাগুলি এই শ্রেণি ভুক্ত আশরাফ সিদ্দিকীর। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থ থেকে এখানে কয়েকটির দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা করা হল—

"আল্লাহর কি কুদরৎ
লাঠির মধ্যে সরবৎ"[১৪]

ব্যাখ্যা : এ ধাঁধাটির উত্তর হবে আখ। আখ বা ইক্ষু খেতে খুবই মিষ্টি। ইক্ষু গাছ লম্বা লাঠির মত সেই গাছটি খেতে খুব মিষ্টি। এই আখ গাছ তার মিষ্ট রস ধরে রাখে। তাই বলা হয়েছে 'লাঠির মধ্যে সরবৎ'। এই মিষ্টি ইক্ষু গাছটির কথা পল্লী কবি চমৎকার ভাবে বলেছেন–

"আঁটি—আঁটি—আঁটি
মাটির নিচে লাঠি।"[১৫]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হল আলু অর্থাৎ মিষ্টি আলু কিংবা কাসাভা বা শিমুল আলু। মিষ্টি আলু এবং কাসাভা বা শিমুল আলু লম্বা লাঠির মত দেখতে তাই গ্রাম্য কবি লিখেছেন 'মাটির নিচে লাঠি'।

৮. রঙ্গের সঙ্গে তুলনা : যে ধাঁধাগুলিকে বিভিন্ন রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়, এই ধাঁধাগুলি এ শ্রেণির ভুক্ত আলোচ্য গ্রন্থ থেকে এখানে কয়েকটির দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 230 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"তিনজন মহিলা একটি বাড়িতে গেল।
একজনের রং সবুজ, আরেক জনের লাল এবং আরেকজনের সাদা।
যখন তারা বের হয়ে এলেন সবাই লাল"[১৬]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হবে পান, খয়ের, চুন। আমরা সাধারণত দেখি গ্রাম বাংলার প্রতি বাড়িতেই মা, জেঠিমা কিংবা ঠাকুমার একটা পানের বাটা থাকে। পান প্রিয় মানুষেরা ভাত খাওয়ার পর কিংবা অবসর সময়ে পান খায়। পানের রং সবুজ, খয়েরের রং লাল, আর চুনের রং সাদা। এই তিন উপকরণে পান মুখে দিয়ে চিবুনো হয়। চিবুনো পর পানের যে অতিরিক্ত রস বা পিক্ ফেলা হয় তার রং লাল। এখানে পানকে বলা হয়েছে প্রথম মহিলা। খয়েরকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় মহিলা আর চুনকে বলা হয়েছে তৃতীয় মহিলা। যখন তারা বেরিয়ে এলেন অর্থাৎ পান খেয়ে অতিরিক্ত রস ফেলা হয় তখন এই তিনের মিশ্রণে তার হয় লাল। এই ধাঁধায় তাই বলা হয়েছে 'যখন তারা বের হলেন সবাই লাল।' পান হজমে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

৯. কার্যাবলী সঙ্গে তুলনা : বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে তুলনীয় ধাঁধা এই শ্রেণর অন্তর্গত আলোচ্য গ্রন্থ থেকে কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল—

"আমার আছে তোমার আছে
বাবার আছে তাহার আছে
দাদার আছে দিদির আছে
তবু তো পাঁচ মিনিটের বেশি রাখার সাধ্য নাই।"[১৭]

ব্যাখ্যা : এ ধাঁধাটির উত্তর হল শ্বাস-প্রশ্বাস। এই পৃথিবীর জীবজগতের সবার শ্বাস-প্রশ্বাস আছে কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস ধার দেওয়া যায় না। তাই কারোর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলেও পাঁচ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না।

"এই দেখলাম এই নাই
কি কইমু রাজার ঠাই।"[১৮]

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটির উত্তর হল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ চোখের পলকেই চলে যায় তাই নিজে দেখার পর অন্যকে দেখানোর সুযোগ থাকে না। এই বিষয়টিকেই গ্রাম্য কবি ভাষাবদ্ধ রূপ দিয়েছেন।

১০. দৈহিক গঠনের সঙ্গে তুলনা : এখানে বক্ষমান আলোচ্য গ্রন্থ থেকে এই শ্রেণির কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা হল—

"হাত নাই পা নাই দেশে দেশে ঘুরে
তার অভাব হ'লে লোক অনাহারে মরে।"[১৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য ধাঁধাঁটির উত্তর টাকা। টাকার হাত-পা, চোখ-কান কিছুই নেই কিন্তু সে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। টাকার মূল্য অনেক টাকার অভাব হলে মানুষ অনাহারে না খেয়ে মারা যায়।

Reference:

১. সিদ্দিকী, আশরাফ, লোক-সাহিত্য (প্রথম খন্ড) সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কহ্, কলকাতা ৭০০ ০৬৭, পৃ. ১৩৬
২. তদেব, পৃ. ১৪৬
৩. তদেব, পৃ. ১৪৬
৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
৫. তদেব, পৃ. ১৪৬

৬. তদেব, পৃ. ১৪৭
৭. তদেব, পৃ. ১৪৭
৮. তদেব, পৃ. ১৪৭
৯. তদেব, পৃ. ১৪৭
১০. তদেব, পৃ. ১৪৯
১১. তদেব, পৃ. ১৪৯
১২. তদেব, পৃ. ১৫০
১৩. তদেব, পৃ. ১৫০
১৪. তদেব, পৃ. ১৫১
১৫. তদেব, পৃ. ১৫১
১৬. তদেব, পৃ. ১৫১
১৭. তদেব, পৃ. ১৫২
১৮. তদেব, পৃ. ১৫২
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৩

Bibliography:

আশরাফ সিদ্দিকী : লোক-সাহিত্যপ্রথম খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কহ, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০০৬৭
শীলা বসাক : বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, বইঘর, বাংলাবাজার, জুলাই ১৯৯০
আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খন্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড-৯
ওয়াকিল আহমদ : বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা, প্রথম প্রকাশ, বইপত্র৩৮/ ৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
নির্মল দাশ : লোকো সংস্কৃতি তথ্য ও পরিক্রমা, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা
বরুণ কুমার চক্রবর্তী : বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপনী, কলকাতা-৯